মেহেরপুরে নতুন করে আজ ১৭ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আজ ১৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে মেহেরপুর সিভিল সার্জন মেহেরপুর প্রতিদিন কে নিশ্চিত করেছেন।

এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্ত হলেন ৩৪১ জন।

বিস্তারিত আসছে……..

ঝিনাইদহে নবজাতক শিশু উদ্ধার, সব দায়িত্ব নিলেন ওসি মিজানুর রহমান

ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়কের তেতুলতলা বাজার এলাকার মায়াধরপুর গ্রামের নুরগীতলা নামক স্থানে এক নবজাতক ছেলে শিশু উদ্ধার করল সদর থানা পুলিশ।

ঝিনাইদহ সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জানান, আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে একটি নবজাতক শিশুকে দেখে এলাকাবাসী থানা পুলিশকে জানালে তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয়দের সহযোগিতায় শিশুটিকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

তিনি আরো জানান, বাচ্চাটির সুচিকিৎসার সকল ব্যবস্থা আমি গ্রহণ করেছি। বাচ্চাটি এখন চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালে শিশু ওয়ার্ডে ভর্তি আছে। আগ্রহী নিঃসন্তান দম্পতিরা বাচ্চাটিকে নেওয়ার জন্য হাসপাতালে ভিড় করছে ও ফোন দিচ্ছে। বাচ্চাটি নিরাপত্তার জন্য আমাদের থানার নারী কনস্টেবল নিয়োজিত করা হয়েছে।

আমাদের প্রধান লক্ষ্য বাচ্চাটিকে আগে সুস্থ করে তোলা। তারপর

উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ-আলোচনা করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দুই মাস পরিচর্যা করেই দেখা পেলো নাইট কুইন’র

ভালোবাসার প্রতীকের আরেক নাম ফুল।সে যে কোন ফুলই হোকনা কেন? প্রিয়তমার গলায় মালা কিংবা খোঁপায় ভালোবেসে ফুল গুঁজে দেয়ার সৌন্দর্য-অনুভূতি অনন্য। সব ধরনের শুভ কাজেও ফুলের ব্যবহার রয়েছে আমাদের দেশে অনেক। তবে মানুষভেদে ফুলের পছন্দের তারতম্য দেখা যায়। কেউ গোলাপ, কেউ হাসনাহেনা, কেউবা গ্রামবাংলার মেঠো পথের ধারে ফোটা অজানা ফুলের ভালোবাসায় মুগ্ধ হন। তবে যে ফুল কয়েক বছরে একবার ফোটে, সেই ফুল নিয়ে সবার কৌতূহল থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তেমনই একটি ফুলের নাম হলো- নাইট কুইন।

মিষ্টি মনোহরিণী সুবাস, দুধসাদা রং, স্নিগ্ধ ও পবিত্র পাপড়ি আর সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে এই ফুল পরিচিত। রাতের আঁধারে নিজের সৌন্দর্য মেলে ধরে সকাল হওয়ার আগেই ঝরে পড়ে নাইট কুইন। তাই এই একটি ফুলের জন্য বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হয় ফুলপ্রেমীদের। আমাদের দেশে দুর্লভ প্রজাতির ফুল হিসেবেই গণ্য করা হয় নাইট কুইনকে।

এক রাতে এই দুর্লভ এই নাইট কুইন ফুলের দেখা মিলল কুষ্টিয়ার ভেড়ামারার ছাদবাগন মালিক ডা: আসমান আলীর লাগানো টবে মাত্র দুই মাস আগে একটি টবে এ গাছটি লাগান তিনি। মাত্র দুই মাস পরিচর্যা করেই তিনি এ ফৃুলের দেখা পেয়েছেন।

নাইট কুইন ফুলটির পরিপূর্ণ রূপ দেখতে আগ্রহী ছিলেন আসমান আলীল শুভাকাঙ্খীরা।
রাত থেকে ফুলটি দেখতে আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে শিক্ষার্থীরা। রাত ১০টায় অপেক্ষার অবসান ঘটে। নিজের রূপের বাহার নিয়ে নাইট কুইন পরিপূর্ণভাবে পাপড়ি মেলে দেয়।

উপস্থিতদের তখন ফুলটি নিয়ে সেলফি তোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ওবাইদা আল মাহাদী জানান, বিরল ক্যাকটাস জাতীয় এ ফুলটির বৈশিষ্ট্য অন্যান্য ফুলের তুলনায় একটু আলাদা। বছরের মাত্র একদিন এবং মধ্যরাতে পূর্ণ বিকশিত হয়। আর শেষরাতেই জীবনাবসান ঘটে। আমি এই নাইট কুইন ফুলেল এমস গল্প শুনেছি। কিন্তু কখনো দেখার সুযোগ হয়নি।রাতে শোনামাত্রই আমি এই নাইট কুইন দেখতে এসেছি। অনেক ভালো লাগলো ফুলটি দেখে।

আসমান আলী বলেন, আমার ছাদে অন্তত শতাধীক ফুল ও ফলের চারা রয়েছে। তবে এই নাইট কুইনের ভীষন ইচ্ছা থাকলেও সংগ্রহ করতে অনেক দেরী হয়ে গেছে।
‘নাইট কুইন খুবই দুষ্প্রাপ্য ফুল। সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে মাস দুয়েক আগে আমার এক বন্ধু সংগ্রহ করে এই গাছটি দিয়েছিলেন। বহু দিনের সখ ছিল নাইট কুইন ফুল ফোটানো।আল্লাহ সে আশা পূরণ করেছে।গত রাতে আমার ছাদ বাগানে ফুটেছে এ ফুলটি।

তিনি বলেন, আমার এক আত্মিয় বারো বছর ধরেও কোন ‘নাইট কুইন’ ফুল ফোটাতে পারিনি। আমার কপালে ছিলো তাই দুই মাসেই ফুল ফোটাতে পেরেছি।ফুলের সৌন্দর্য আমাকে খুব আকৃষ্ট করে। শুধু ফুলই নয়, আমার বাড়ীর ছাদে ফুল ও ফলের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সবজির আবাদ করেও আমি নিজেকে তৃপ্ত মনে করি।

কুষ্টিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় ব্যাংক কর্মকর্তা নিহত

কুষ্টিয়ার ভাদালিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় শাহিনুর রহমান সাবু (৩৫) নামে এক ব্যাংক কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন।

শুক্রবার (১৪ আগস্ট) সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

শাহিনুর রহমান বাড়ি সদর উপজেলার পিয়ারপুর এলাকায়। তার বাবার নাম আছির উদ্দিন। তিনি যমুনা ব্যাংকের যশোর শাখার সিনিয়র মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

স্থানীয়রা জানায়, সকালে কুষ্টিয়া থেকে মোটরসাইকেলে করে যশোর কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। ভাদালিয়ায় পৌঁছালে পেছন থেকে একটি ট্রাক তাকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোস্তফা এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেই কাজ করতে চাই- ইউএনও সুজন সরকার

মুজিবনগরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে সুজন সরকারের যোগদান করার পর প্রথম দিন অফিসে বসে মুজিবনগরের উন্নয়ন সম্পর্কে তার অনুভূতি সম্পর্কে জানতে চাইলে মেহেরপুর প্রতিদিনের এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের তীর্থভূমি হচ্ছে মুজিবনগর।আর এই রকম একটি জায়গায় যে কোন সরকারি কর্মচারীর কাজ করতে পারাটা একটি সৌভাগ্যের ব্যাপার।মুজিবনগরের মত জায়গায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসাবে পদায়িত হওয়ায় নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি।আমি মনে করতে পারছি আমি এখানে আসতে পেরে নিজেও একটা ইতিহাসের অংশ হতে পেরেছি।

মুজিবনগর একটি সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় এই এলাকাটি এখনো অবহেলিত, এই এলাকার উন্নয়ন ভাবনা নিয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন,আমি এখানে যোগদান করার পর জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সাথে কথা বলেছি। তিনি উন্নয়নের বিষয়ে খুবই আন্তরিক। এবং তিনি সারা বাংলাদেশের ভিতরে মুজিবনগরকে একটি রোল মডেল হিসাবে গড়ে তুলবেন। আর জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশনায় এবং জেলা প্রশাসক মহোদয়ের নির্দেশক্রমে আমরা উপজেলা প্রশাসরের পক্ষ থেকে সরকারের যে উন্নয়ন ভাবনা আছে তার অংশীদার হিসাবে মুজিবনগরকে একটি রোল মডেল হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।

মেহেরপুরের উন্নয়ন ভাবনা (শেষ পর্ব)

অনেক বড় এরিয়া একটি থানার মাধ্যমে কাঙ্খিত নিরাপত্তা সেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছেনা এক্ষত্রে আরও একটি থানা চালু করা। যা হতে পারে বামন্দী অথবা সুবিধাজনক স্থানে। তেমনি বাংলাদেশের অন্যতম সেরা দুটি বীজ ফার্ম আমঝুপি ও বারাদিকে আরও আধুনিকায়ন পদক্ষেপ গ্রহন।

মেহেরপুর ও গাংনী পৌরসভার আয়তন বৃদ্ধি করা। গ্রাম থেকে জেলা পর্যায়ে পরিকল্পিত আবাসন গড়ে তোলা, বহুতল ভবন নির্মাণে আধুনিক বিল্ডিং কোড মেনে চলে ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। মেহেরপুর ও গাংনী উপজেলা আধুনিকভাবে মুজিবনগর মডেল অনুসরণে উপজেলা অবকাঠামো নির্মাণ করা। আলু, পিঁয়াজ, কাঁচা মরিচ, টমেটো, গাজর, আম, কাঁঠাল, দীর্ঘ মেয়াদী প্রক্রিয়াজাত এবং বৃহৎ আকারে পাট প্রক্রিয়াজাত কেন্দ্র সহ বিদেশে রপ্তানিকরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন।

নিরাপদ খাদ্যের গ্রামীণ হাট নির্দিষ্ট স্থানে গড়ে তোলা। কৃষকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা । এছাড়া অবশ্যই মেহেরপুর জেলার বিসিক শিল্প নগরীকে আধুনিক উন্নয়নমুখী বাস্তবায়ন রূপ দেওয়ার নিমিত্তে আয়তন বৃদ্ধি, টেরিফ ফ্রি জোন ঘোষণা করা সহ সহজ শর্তে জমি ও ঋণ কর্মসূচি চালু করা। আন্তর্জাতিক মানের কৃষি শিল্প অঞ্চল গড়ে তোলা।

৭। সার্বিক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত স¦য়ংসম্পূর্ণ বিদ্যুৎ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই লক্ষ্যে কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলার সমন¦য়ে একটি ৫০ মেগোওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সুব্যবস্থা করা। পারিবারিক শেয়ারে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হবে। জনগণের জন্য বিশুদ্ধ পানি বিদ্যুৎ জ্বালানী সুনিশ্চিত পরিবেশ বান্ধব ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

ভোক্তা অধিকার সুনিশ্চিত করা। সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় মাদক, ভেজাল ঔষধ, সার, বীজ, অস্ত্র, সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ, বেকারত্ব, স¦ল্পশিক্ষা, বাল্যবিবাহ এবং বিভিন্ন অপরাধ ও অপরাধী চক্র ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব রুখে দিতে সর্বমহলে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি,

নিরাপদ সীমান্ত নিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য প্রশস্ত বর্ডার বেল্ট পাকা রাস্তা তৈরি করা খুবই জরুরি। সর্বোস্তরে যোগ্য নেতা নির্বাচনের জন্য প্রক্রিয়া চালু করা। জেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে যাত্রীছাওনি ও ওয়াশরুমের ব্যবস্থা।

রাত্রে নিরাপদ আলোয় পথ চলা সুনিশ্চিত করা। জেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহকে ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা। সন্ত্রাস, মাদক, ইভটিচিং, চাঁদাবাজ, অপরাধ প্রতিবাদ প্রতিরোধে পাড়া ভিত্তিক শান্তি প্রিয় নাগরিক কমিটি গঠন।

৮। ছাত্র ও যুব সমাজ একটি জাতির সেরা হাতিয়ার এবং শক্তি। তাদের নৈতিক আদর্শ, দেশপ্রেম প্রতিষ্ঠা, মেধা ও প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে ফ্রি ও অংশীদার ভিত্তিক মুক্ত চিন্তার কø◌াব, ব্লাড ব্যাংক, হেলপ ক্লাব, বাঙ্গালী সাংস্কৃতি ও ক্রীড়া ক্লাব প্রতিষ্ঠা কর্মসূচিসহ গণসচেতনতা মূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।

মেধা ও প্রতিভা মূল্যায়নে সমাজের সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের নাম করণে বৃত্তি ফাউন্ডেশন চালু করা। তিন উপজেলায় পাঁচতলা বিশিষ্ট একটি করে ইনডোর স্টেডিয়াম প্রতিষ্ঠা করাসহ মেহেরপুর স্টেডিয়ামকে পূর্ণাঙ্গ রুপ দেওয়া। মেহেরপুর পৌর গড় পুকুর কেন্দ্রীক একটি আধুনিক পার্ক গড়ে তোলা যেখানে ওভার ব্রীজ, ওয়াকিং জোন এবং একটি জীমনেশিয়াম থাকবে। বি.কে.এস.পি.তে চৌকষ ছাত্রদের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বিশেষ ট্রেনিং এর উদ্যোগ গ্রহণ।

মেহেরপুর সরকারি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় মানের করা। স্কুল কলেজ বাস সার্ভিস চালু করা। শিশু শিক্ষায় ভাল অবদান রাখা চলমান কিন্ডার গার্টেন গুলো যে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তাদের আরও উৎসাহিত করে শিশু শিক্ষার মানকে আরও উন্নত করতে জোর সুপারিশ করা সহ সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মান সুনিশ্চিত করা । এছাড়াও কোচিং ও গাইড বাণিজ্যে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। স্কুল ভিত্তিক ইতিহাস, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস গুলো নতুন মাত্রায় যথাযথ মর্যাদায় পালন। তিন উপজেলায় আধুনিক প্রতিবন্ধী স্কুল প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্নক চেষ্টাসহ তাদের জন্য একটি আর্নিং হাউজ প্রতিষ্ঠা করা।

৯। দ্রুতগতির প্রযুক্তির এই বিশ্বে টেকনিক্যাল মানব সম্পদ উন্নয়নে যুব উন্নয়ন নির্ধারিত ট্রেনিং সেন্টারের বাস্তবায়ন সহ এভাবে বিভিন্ন বিদেশের চাহিদা এমন ট্রেড শিক্ষা ও ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে সরাসরি বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। ক্ষুদ্র

সঞ্চয় ব্যাংক, দ্যা ল ক্লাব, হজ¦ কাফেলা, মাদক, ভেজাল খাদ্য, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে নাগরিক সেবা প্রদান, পার্ট টাইম আড্ডা জব নামে প্রতিষ্ঠান খুলতে হবে যেখানে ছাত্র সমাজ শিক্ষিত বেকার তাদের সময় ও মেধাকে অপচয় না করে পার্ট টাইম জব করে অর্থ ও জ্ঞান অর্জনের সুযোগ তৈরী করা।

১০। সেবা-আয়-স্বনির্ভরতা এই তিন নীতিতে ২০৫০ সালের মধ্যে প্রতিটি পরিবার পূর্ণস্বনির্ভর হবেই এই লক্ষ্যে প্রতিটি পরিবারকে একটি বাড়ি একটি প্রতিষ্ঠানে রুপান্তরিত করা এবং একজন করে দক্ষ জনশক্তি বিদেশে পাঠানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করা এবং সকলেই উন্নয়নে হবে অংশীদার। পরিবেশ রক্ষা এবং সবুজ মেহেরপুর গড়ে তুলতে পাঁচ কোটি পরিকল্পিত বৃক্ষ রোপণ এবং এ থেকে স্থায়ী ফান্ড গঠন। অনেকটা সময় পেরিয়ে গেছে, ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করতে হবে, হাতে সময় খুবই কম। দারিদ্রতা, বৈষম্য ও বিলাসিতা এই তিন অপরাধের জন্ম দেয়। যে কোন ভালকে স¦◌াগতম জানাতে হবে।

গর্বিত ১৭ই এপ্রিল চেতনায় সময়ের প্রয়োজনে আমাদের এই উন্নয়ন ভাবনা। আমাদের রাজটিকা সৌভাগ্যকে সর্বোত্তম ব্যবহার করে যার যার স্থান থেকে উন্নয়ন ইস্যুতে কাজ করতে হবে। ঐতিহাসিক কারণেই মুজিবনগর খ্যাত মেহেরপুর জেলার উন্নয়নে প্রতিটি সরকারকেই কাজে লাগাতে হবে। প্রতিটি দুয়ারে দুয়ারে এই আন্দোলন ও অধিকার তুলে ধরি এবং বাস্তবায়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই।

যারা মেহেরপুর উন্নয়নে ব্যক্তিগত, সংগঠন, গণমাধ্যম, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে অবদান রেখেছে এবং রেখে চলেছে তা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ ও সম্মান জানায়। আমরা চাই ২০৫০ সালকে সামনে রেখে রাজধানী থেকে গ্রাম পর্যন্ত একটি উচ্চমানের মাস্টার প্লানে সকল পরিকল্পনা ও উন্নয়ন গড়ে উঠুক। আমরা স্থায়ী উন্নয়নে দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং গঠনমূলক সমালোচনায় বিশ্বাসী।

দলমত নির্বিশেষে সকলের সাথে উন্নয়নে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সহযোগী হিসাবে পাশে সবায়কে কাজ করতে হবে। যে কোন অন্যায় অবিচারকে প্রতিবাদ প্রতিরোধ করতে নির্ভীক কন্ঠস্বর হিসাবে মেহেরপুরবাসীকে কাজ করে যাওয়ার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

কোটচাঁদপুরে পানিতে ডুবে দুই মাদ্রাসা ছাত্রের মৃত্যু, নিখোঁজের ১৪ ঘন্টা পর মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে পানিতে ডুবে নিখোঁজের ১৪ ঘন্টা পর পুকুর থেকে জাকারিয়া হোসেন চঞ্চল (১০) ও মিশন হোসেন (১০) নামে দুই মাদ্রাসা ছাত্রের মরদেহ উদ্ধার করেছে এলাকাবাসী।

শুক্রবার (১৪ আগষ্ট) ভোর ৬টার দিকে উপজেলার সাফদাপুর ইউনিয়নের রাজাপুর গ্রামের মুকুল হোসেনের পুকুর থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত জাকারিয়া হোসেন চঞ্চল কোটচাঁদপুর উপজেলার বলুহর গ্রামের ঢালী পাড়ার বাহাদুর আলীর ছেলে ও নিহত মিশন কালিগঞ্জ উপজেলার মল্লিকপুর গ্রামের ফোরকান আলীর ছেলে। নিহতরা রাজাপুর আল-হেরা হাফেজিয়া মাদ্রাসার নূরানী বিভাগের ছাত্র।

মাদ্রাসার শিক্ষক মোঃ আকিমুল ইসলাম জানান, মাদ্রাসার মসজিদ নির্মাণের কাজ করায় বৃহস্পতিবার দুপুরে ছাত্ররা পার্শ্ববর্তী একটি পুকুরে গোসল করতে যায়। বেলা ১ টার দিকে গোসল করে ছাত্ররা সবাই মাদ্রসায় ফিরে আসে।

বিকাল ৫ টার দিকে খেলা শেষে জাকারিয়া ও মিশন আবার ওই পুকুরে গোসল করতে যায়। সন্ধার পর মাদ্রাসায় তাদেরকে দেখতে না পেয়ে উপস্থিত ছাত্রদের কাছে তাদের খোঁজ নেওয়া হয়। পরে নিখোঁজের ঘটনা জানিয়ে গ্রামবাসী ও পরিবারের সদস্যদের কে নিয়ে রাত ১ টা পর্যন্ত গ্রামে এবং ওই পুকুরে খুঁজা হয়।

নিখোঁজের ১৪ ঘন্টা পর আজ শুক্রবার ভোর ৬ টার দিকে স্থানীয়রা মাদ্রাসা ছাত্র মিশনের মরদেহ পুকুরে ভাসতে দেখে। নিখোঁজ অন্য ছাত্রের মরদেহ না পেয়ে এলাকাবাসী ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয়। আধা ঘন্টা পর জাকারিয়া হোসেনের মরদেহ পানিতে ভেসে উঠে। পরে এলাকাবাসী তাদের মরদেহ উদ্ধার করে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুল আলম। পানিতে ডুবে দুই মাদ্রাসা ছাত্রের

মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় পরিবার ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

র্যাব হেফাজতে পুলিশের তিন সাক্ষী, থানায় অপহরণ মামলা

অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান হত্যার ঘটনায় পুলিশের করা মামলার তিন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা র্যাব। কিন্তু সেই সাক্ষী তিন জনকে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা অপহরণ করেছে মর্মে মামলা নথিভুক্ত করেছে টেকনাফ থানা পুলিশ।

অথচ সেই সাক্ষীরা সিনহা হত্যা মামলায় সন্দেহভাজন হিসেবে কারান্তরীণ হয়। তাদের সাত দিন করে রিমান্ডও মঞ্জুর করেছে আদালত। এ ঘটনার পর র্যাবের তদন্ত সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন সিনহা হত্যাকাণ্ডটি পরিকল্পিত।

তাদের মতে, ঘটনার দিন পুলিশের পক্ষ থেকে যে অভিযান চালানো হয়েছিল, সেটিও অবৈধ ছিল। কারণ বিধান অনুযায়ী ইউনিফর্ম পরে অভিযান চালানোর কথা; কিন্তু তা করা হয়নি। পাশাপাশি মেজর (অব.) সিনহাকে পুলিশের চেকপোস্টে গুলি করা হয়েছে বলে এতদিন প্রচার করা হলেও সেটি সত্য ছিল না। তাকে যে চেকপোস্টে গুলি করা হয়েছে, সেটি ছিল আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের (এপিবিএন)। অযাচিতভাবে পুলিশ সেখানে গিয়ে গুলি চালিয়েছে। এসব বিষয় উঠে আসছে দেখে হয়তো তদন্ত বিঘ্ন করতে সাক্ষীদের অপহরণ করা হয়েছে বলে মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে।

তদন্ত সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, র্যাব মঙ্গলবার যে তিন আসামিকে (মো. আয়াছ, নুরুল আমিন ও নাজিমুদ্দিন) গ্রেফতার করেছে তাদের বাড়িতে গিয়ে আসামির স্বজনকে দিয়ে অপহরণের মামলা করতে বাধ্য করে টেকনাফ থানা পুলিশ। ঐ তিন জন ছিলেন পুলিশের দায়ের করা মামলার সাক্ষী।

সিনহা হত্যার পর পুলিশের সাক্ষী নুরুল আমিন সাংবাদিকদের

বলেছিলেন, হত্যাকাণ্ডটি তিনি নিজের চোখে দেখেননি। ঘটনাটি তিনি শোনেনওনি। কোনো কিছু জিজ্ঞাসা না করেই তাকে সাক্ষী বানিয়েছে পুলিশ। মো. আয়াছ বলেছিলেন, ‘আমি স্বেচ্ছায় সাক্ষী হইনি। আমি সেদিন চেকপোস্টেই যাইনি।’

সোমবার বিকালে এই দুই সাক্ষীসহ অপর সাক্ষী নাজিমুদ্দিনের বাসায় গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে র্যাব। পরদিন মঙ্গলবার সিনহা হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে তাদের আদালতে উপস্থাপন করা হয়। এর আগের দিন সোমবার মধ্যরাতে ঐ তিন জনের বাড়িতে গিয়ে টেকনাফ থানা পুলিশ তাণ্ডব চালায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

তদন্ত সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, পুলিশ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অপহরণ মামলা করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ঐ তিন আসামি গ্রেফতারের কয়েক ঘণ্টা যেতে না-যেতেই পুলিশ কেন অতি উত্সাহী হয়ে মামলা করল? এ ব্যাপারে জানতে টেকনাফের ওসির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

সিনহা হত্যার তদন্তের বিষয় ঘিরে র্যাব ও পুলিশের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে কি না, গণমাধ্যমকর্মীরা জানতে চাইলে র্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক লে. কর্নেল আশিক বিল্লাহ বুধবার সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের জানান, র্যাব এ হত্যাকাণ্ডের তদন্ত সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত ও অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে করতে চায়। কাজেই এটি নিয়ে দুই সংস্থার মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

প্রসঙ্গত, গত ৩১ জুলাই রাতে কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভের বাহারছড়া ইউনিয়নের শামলাপুর চেকপোস্টে পুলিশের গুলিতে নিহত হন মেজর (অব.) সিনহা রাশেদ খান।

সূত্র- ইত্তেফাক

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

করোনা ভাইরাস এর ভয়াবহতা রোধে, সকলের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে বিভিন্ন ধরনের প্রচার প্রচারনা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার। তাই আমরা সচেতন হয়।মেহেরপুর জেলাকে সুন্দর গড়ে তুলতে বেশি বেশি গাছ লাগাতে হবে। আজ তারই পরিপেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান - এর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুর জেলায় বৃক্ষরোপণ ও বিতরণ করে যাচ্ছি।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন।